দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 2 1 APR
পৃষ্ঠা - ৩

ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, ছাত্রীসহ আহত ৮

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটি এবং বয়সের কারণে বাদপড়া পদবঞ্চিত বিদ্রোহী গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় ধাওয়া পাল্টাধাওয়া, হামলা পাল্টাহামলায় উভয় গ্রুপের কমপক্ষে ৮ জন আহত হয়েছে। এদের মধ্যে এক ছাত্রীসহ ৩ জনের অবস্থা গুরুতর। রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এ ঘটনা ঘটে। দিনভর দুই গ্রুপের লাঠিসোটা, বটি, রড নিয়ে হামলা পাল্টাহামলায় ক্যাম্পাসে ছিল টান টান উত্তেজনা। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে পুরো ক্যাম্পাসে। ছাত্রদলের মূলধারা ছাত্রলীগের বিদ্রোহীদের পক্ষ নিয়ে ছাত্রলীগকে ধাওয়া করলে আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়

(৩ পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

ঢাবিতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের সময় এক কর্মীকে মারধর —জনকণ্ঠ

ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে

(প্রথম পাতার পর)

১২ এপ্রিল কবি জসীম উদ্দীন হলে
দু'গ্রুপের সংঘর্ষ ও পরবর্তীতে বিদ্রো
গ্রুপের দু'কর্মীর আবাসিকত্ব বাতিলের জে
ধরে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে
মূলধারার সার্জেন জহুরুল হক হলে
ছাত্রলীগ কর্মী রিয়াজউদ্দীন মাহমুদ সুমনকে
নারীর সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভর্তি কর
হয়েছে। বটির কোপ ও এলোপাতাড়ি লাঠি
আঘাতে তার মাথা ফেটে গেছে, কোমর
হাত-পায়ে গুরুতর জখম হয়েছে। তি
ডাকসুর পশ্চিম পাশে বিদ্রোহী গ্রুপে
নেতাকর্মীদের অতর্কিত হামলার শিকা
হন। এ ছাড়া বিদ্রোহী গ্রুপের নেতাকর্মীদে
মধ্যে রোকেয়া হলের সাধারণ সম্পাদ
সীমা ইসলামকে লাঞ্ছিত ও মারধর কর
হয়েছে। তিনি ও একই গ্রুপের উৎপল সা
ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতা
চিকিৎসা নিয়েছেন। গত বেশ কিছুদিন ধ
ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির নেতাকর্মী এব
পদবঞ্চিত বিদ্রোহী গ্রুপের নেতাকর্মীদে
মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ১২ এপ্রি
জসীম উদ্দীন হলের সংঘর্ষের ঘটনা
বিদ্রোহী গ্রুপের দুই কর্মীর আবাসিক
বাতিল করা হয়। শনিবার রাতে
দু'জনকে হলে উঠতে বাধা দেয় ছাত্রলীগে
মূল গ্রুপ। এ নিয়ে রাতভর কবি জসী
উদ্দীন হল ও জিয়া হলে দু'গ্রুপে
নেতাকর্মীদের মাঝে উত্তেজনা বিরা
করছিল। এরই রেশ ধরে রবিবার দুপু
থেকে শুরু হয় দু'পক্ষের হাম
পাল্টাহামলা।

দুপুর ১টার দিকে ছাত্রলীগের সমাবে
শেষে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর সামনে মূলধা
ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথ
কাটাকাটি শুরু হয় বিদ্রোহী গ্রুপে
নেতাকর্মীদের। সূত্র জানায়, সমাবেশে
আগে থেকেই বিদ্রোহীদের মারামারি
পরিকল্পনা ছিল। তারা অনেকে লাঠিসো
নিয়েই সমাবেশে এসেছিল একপর্যা
দু'গ্রুপের মাঝে সংঘর্ষ বেধে যায়
মূলধারার নেতাকর্মীদের ধাওয়া খে
পালিয়ে যায় বিদ্রোহীরা। এ সময় বিদ্রো
গ্রুপের নেত্রী সীমা ইসলামকে বাগে পে
৮/১০ ছাত্রলীগ কর্মী লাইব্রেরীর সাম
লাঞ্ছিত ও মারধর করে। এ সময় ছাত্রদলে
নেতাকর্মীরা বিদ্রোহীদের পক্ষ নিয়ে হাকি
চত্বর থেকে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ধাও
দেয়।

এ প্রসঙ্গে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখ
সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরো
বলেন, একটা মেয়েকে লাঞ্ছিত হতে দেখে
তাঁরা এগিয়ে এসেছেন। এ সময় বিদ্রো
গ্রুপের নেতা উৎপল সাহাসহ দু'গ্রুপে
আরও কয়েকজন আহত হয়। লাইব্রেরী
সামনের চত্বর ও ডাকসুর সাম
শিক্ষার্থীদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে
বিশেষ করে ছাত্রীদের উদ্বিগ্ন হয়ে বিক্ষি
ছুটতে দেখা যায়। সাধারণ শিক্ষার্থী
লাইব্রেরীর ভেতর অবস্থান নেয়। এ ঘটন
প্রায় আধ ঘণ্টা পর ছাত্রলীগের বিদ্রো
গ্রুপের নেতাকর্মীরা বয়সের কার
বাদপড়া ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখ
সাবেক সভাপতি দেলোয়ার এবং পনি